

আল কুরআন
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
.....
আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ করছে।
সূরা আল ইমরান ৭৮

দৈনিক

কীর্তনখোলা

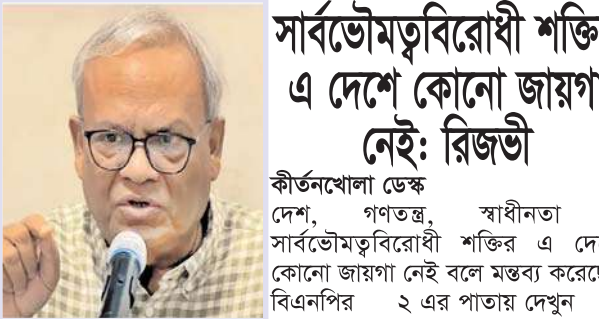
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ২ শনিবার ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ২১৪ রবিঃ সানিঃ ১৪৪৮ ১৩ আশ্বিন ১৪৩৩ ৯ম বর্ষ ১১২ সংখ্যা ৪ পৃষ্ঠা ৫ টাকা



একাধিক মামলার সাজা একসঙ্গে চলার সুযোগ নেই: হাইকোর্ট

কীর্তনখোলা ডেস্ক
কোনো ব্যক্তি একাধিক ফৌজদারি মামলার পৃথকভাবে দণ্ডিত হলে আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া সেই সাজা ২ এর পাতায় দেখুন



সার্বভৌমত্ববিরোধী শক্তির এ দেশে কোনো জায়গা নেই: রিজভী

কীর্তনখোলা ডেস্ক
দেশ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ববিরোধী শক্তির এ দেশে কোনো জায়গা নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ২ এর পাতায় দেখুন



সরকারকে সহযোগিতা করতে চাইলেও প্রস্তাব নেয়নি: গোলাম পরওয়ার

কীর্তনখোলা ডেস্ক
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি সংকট সমাধানে ২ এর পাতায় দেখুন



ভেরিফিকেশনের নামে এক হাজার তরুণের স্বপ্ন ধুলিসাং করা হয়েছে: নাহিদ ইসলাম

কীর্তনখোলা ডেস্ক
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগে গোয়েন্দা সংস্থার ভেরিফিকেশনের নামে 'অসুত এক হাজার ২ এর পাতায় দেখুন

নগরীতে সিজারের পরপরই নারীর মৃত্যু চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালের একটি বেসরকারি হাসপাতালে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়ার পরপরই নাজিয়া রহমান মাইশা (৩০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় নগরের রাহাত-আনোয়ার হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে। অস্ত্রোপচার করছে বমি করার পর মাইশার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় এবং পরে তার মৃত্যু হয় বলে স্বজনরা জানান। মাইশার পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসকদের অবহেলার কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, বমি করার সময় শ্বাসনালিতে খাবার আটকে শ্বাসরোধে তার মৃত্যু হয়েছে। মাইশা নগরের কালিজিরা এলাকার বাসিন্দা প্রয়াত মো. নাজমুর রহমান বাদরের মেয়ে। তিনি একজন



আনেসখেসিয়া চিকিৎসক রোগীর আনেসখেসিয়া দেওয়ার পর তিনি অন্য রোগীর কাছে চলে যান। হাসপাতালের চারটি অপারেশন থিয়েটারের জন্য ডা. সোহেল মিয়া একাই দায়িত্বে ছিলেন বলেও দাবি ২ এর পাতায় দেখুন

এইচএসসির ফল প্রকাশ হতে পারে নভেম্বরের মাঝামাঝি

কীর্তনখোলা ডেস্ক

চলতি বছরে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার ফল আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশ করা হতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বোর্ড সমন্বয় কমিটি। গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আভুলকাজ্জামান এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ফল প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। এ জন্য শিক্ষা বোর্ডগুলো প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে। চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা গত ২ জুলাই শুরু হয়ে ৮ আগস্ট শেষ হয়। এরপর ১৫ আগস্টের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করার কথা ছিল। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চট্টগ্রাম ২ এর পাতায় দেখুন



পরিকল্পিতভাবে দেশকে অস্থিতিশীল করার বিরুদ্ধে বরিশাল মহানগর ও জেলা যুবদল, খেজ্রাসেবক দল, ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল -কীর্তনখোলা

নগরজুড়ে বালু সরবরাহে সব পাইপলাইন অপসারণের নির্দেশ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল নগরীর পরিবেশ ও সড়ক সুরক্ষার কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশন (বিসিসি)। নগরজুড়ে বালু সরবরাহে ব্যবহৃত সব ধরনের পাইপলাইন

অনতিবিরহে অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নগরীর বিভিন্ন পর্যায়ে থাকা সিদ্ধান্ত জানানো হয়। আদেশে (বালুখাট) ইজারা ও কার্যাদেশ বাতিল করা হয়েছে। শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিসিসির

দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিও) রুক্ষা সিকদার স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়। আদেশে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বিসিসি এলাকার ১৮টি পর্যায়ে ২ এর পাতায় দেখুন

দেশের সব হাট-বাজারে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থাস্থাপনের নির্দেশ

কীর্তনখোলা ডেস্ক

আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০২৭-এর মধ্যে দেশের সব উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের হাট ও বাজারে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে দেশের সব উপজেলা পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের এ নির্দেশনা দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগ জানিয়েছে, প্রতিটি হাট ও বাজারের স্থায়ী শেড এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বিভিন্ন বাজারে নির্মিত চার-পাঁচতলা ভবনের ছাদের আয়তন বিবেচনায় নিয়ে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ থেকে নিজস্ব চাহিদা মেটানোর পর উত্তর জাতীয় গ্নিডে সরবরাহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশে ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে পুলিশের অভিযানে ২৬ জন গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশাল মহানগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ দমনে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ। অভিযানে ৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। বিএমপি মিডিয়া সেল থেকে শুক্রবার পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ সেপ্টেম্বর বরিশাল মহানগর পুলিশের চারটি থানা ও গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) নগরীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথক পৃথক অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া গ্রেফতারি পরোয়ানায় চারজন, নিয়মিত মামলার ১৩ জন, অন্যান্য আইনে তিনজন এবং বরিশাল মহানগর অধ্যাদেশে প্যাজনকে গ্রেফতার করা হয়। সব মিলিয়ে পুলিশের অভিযানে ২৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ জানায় ২ এর পাতায় দেখুন



বাউফলে এমপি ড. মাসুদ সংবর্ধিত ও মতবিনিময় সভা

মাইন উদ্দিন জিপু, বাউফল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ১১২ পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনের সংসদ সদস্য ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদকে সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টায় বাউফল প্রেসক্লাবের আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাউফল প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. জলিলুর রহমান। সভায় বক্তব্য দেন সাংবাদিক এবিএম মিজানুর রহমান, দেওয়ারা হোসেন, অতুল চন্দ্র পালসহ প্রেসক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা। বক্তারা বাউফল প্রেসক্লাবের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে সেগুলোর সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানান। বাউফল প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিন সভাটি সম্বলান করেন। এ সময় প্রধান অতিথি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাউফলে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

নতুন আঙ্গিকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে
বিশ্বমানের সিমেন্ট



সেবা : ০২৯১০০৬৬৬০৫, ০২৭১১০২৭১০৫



প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন সাংবাদিকতায় নিষ্ঠার পাশাপাশি থাকতে হবে নৈতিকতা ও দেশপ্রেম

পৌরনদী প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, প্রকাশিতব্য পৌরনদীর প্রথম সাংবাদিকতা শুধু নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এখানে নৈতিকতা, দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম থাকা অত্যন্ত জরুরি। তিনি পৌরনদী

প্রেসক্লাবের সভাপতি জহরুল ইসলাম জহিরের সম্পাদনায় প্রকাশিতব্য পৌরনদীর প্রথম সংস্করণের প্রতিক্রিয়া 'পৌরনদী পরিক্রম'র প্রকাশনা উৎসব উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা

সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা একটি মহান ও দায়িত্বশীল পেশা। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সাংবাদিকদের সত্য ও বস্তনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে।

ডেঙ্গুতে বেশি আক্রান্ত পুরুষ, মৃত্যু বেশি নারীর

কীর্তনখোলা ডেস্ক

চলতি বছর দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা পুরুষের মধ্যে বেশি হলেও মৃত্যুর সংখ্যা এগিয়ে রয়েছে নারীরা। গত ১ জানুয়ারি থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মোট রোগীদের মধ্যে পুরুষ ৪৩ হাজার ৬৪ জন এবং নারী ২৫ হাজার ৮৪৪ জন। অর্থাৎ পুরুষ আক্রান্তের সংখ্যা নারীর চেয়ে ১৭ হাজার ২২০ জন বেশি। তবে, একই সময়ে ডেঙ্গুতে মোট ২০৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক হিসাবে নারী ১১১ জন এবং পুরুষ ৯৮ জন। অর্থাৎ আক্রান্ত কম হলেও মৃত্যুর সংখ্যা নারী

পুরুষের চেয়ে ১৩ জন বেশি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত বুলেটিনের তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৬৯ হাজার ১৪৯ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি



হয়েছেন। মোট আক্রান্তের প্রায় ৬২.৫ শতাংশ পুরুষ এবং ৩৭.৫ শতাংশ নারী। বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আক্রান্তের দিক থেকে সবচেয়ে বৃদ্ধিতে রয়েছেন ২১-২৫ বছর বয়সীরা। এই বয়সে পুরুষ আক্রান্ত ৬ হাজার ৬৯৯ জন এবং নারী ৩ হাজার ২৬৮ জন। এরপর ২৬-৩০ বছর বয়সী পুরুষ ৬ হাজার ৪৩৩ জন ও নারী ৩ হাজার ২ এর পাতায় দেখুন

৯ হাজার মুখোশ ও বিস্কোরকসহ যুবলীগ নেতা গ্রেফতার

কীর্তনখোলা ডেস্ক

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ককটেল বিস্কোরগের ঘটনায় জাহিদ হাসান ইমন (৩০) নামের এক যুবলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে শ্যামপুর থানা পুলিশ। শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দক্ষিণ করোনীগঞ্জ থানাধীন বাগানুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারি ইমন লালবাগের ২৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক। এ সময় তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্কোরক, ককটেল তৈরির সরঞ্জাম ও ৯ হাজার কাগজের মুখোশ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর মিল্টু রোডে ডিএমপি মিডিয়া স্ট্রীটের আয়োজিত 'বিস্কোরক দ্রব্য ও মুখোশ ২ এর পাতায় দেখুন



সম্পাদক থেকে পাঠক, সকলের মৃত মৃত.....

হ্যালো ৯৯৯

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় পাঠক, আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, আপনারদের প্রিয় দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকা 'হ্যালো ৯৯৯' শিরোনামে এই কলামটি নিয়মিত চালু করতে যাচ্ছে।

এই কলামে সম্পাদক থেকে পাঠক সকলেই যার যার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিষয়ে লিখতে পারেন। যেমন- আপনার এলাকার আইনশৃঙ্খলার সমস্যা, মাদক, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক হয়রানি, নিষিদ্ধ রাজনীতির সত্তাসবাদ প্রভৃতি বিষয়ে আপনার তথ্য প্রদান করতে পারেন।

এই কলামটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করা হবে। লেখকের কোনো নাম প্রকাশিত হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ নাম প্রকাশ করতে চাইলে সে বিষয়টি ভিন্ন।

আপনার লেখাটি আজই পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com
whatsApp: 01712-926836

বার্তা সম্পাদক

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যিক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য বালকাঠি জেলা: নলছিটি, রাজাপুর, পটুয়াখালী জেলা: পটুয়াখালী, জোলা জেলা: তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, পিরোজপুর জেলা: নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও বরিশাল জেলা: উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আবশ্যিক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আত্মহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

-মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

কবীত্বনাথগা

আব্দুলকবীর প্রতীম

মম্বাদকীয় শিক্ষিত বেকার বাড়ছে

দেশে প্রতিবছর লাখে লাখে তরুণ-তরুণী উচ্চশিক্ষার সনদ দিয়ে শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কাজ পাচ্ছেন না। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় আমাদের মতো দেশের জন্য এটিই নির্মম বাস্তবতা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) গবেষণার বরাত দিয়ে জানিয়েছে, দেশে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে প্রায় ৩৬ শতাংশই বেকার। আরো উদ্বেগজনক তথ্য হলো, দেশের সামগ্রিক তরুণ বেকারত্বের হার যেখানে প্রায় ১০ শতাংশ, সেখানে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের হার সাড়ে তিন গুণ। আইএমএফের ‘ফিন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’ সাময়িকীর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের তরুণদের বেকারত্ব পরিহ্রিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, এশিয়াজুড়ে তরুণদের বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা হলেও সবচেয়ে বেশি বেকারত্ব দেখা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে। দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কায় উচ্চশিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৪৩ শতাংশ। ভারতে এই হার প্রায় ৪২ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ৩৬ শতাংশ। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেপ্টেম্বোতে হার তুলনামূলক কম। ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ১৮ শতাংশ, ভিয়েতনামে ১৬ শতাংশ, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে ১৩ শতাংশ করে এবং ফিলিপাইনে প্রায় ১২ শতাংশ উচ্চশিক্ষিত তরুণ বেকার। সিঙ্গাপুরে এই হার প্রায় ৮ শতাংশ। প্রতিবেদনে বাংলাদেশে শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের কারণ হিসেবে চাকরির বাজারের সঙ্গে শিক্ষার অসামঞ্জস্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আইএমএফ এ পরিস্থিতিতে ‘গ্যাজুয়েট গ্লাট’ বা অতিরিক্ত ন্যূনত চরিত্রের সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছে। এর সঙ্গে ন্যূনত চালাঞ্জে হিসেবে যুক্ত হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আইএমএফ বলেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারে। তবে দক্ষতা বাড়ানোর চেয়ে দ্রুত এ প্রযুক্তি গ্রহণ করা হচ্ছে তরুণদের শ্রমবাজারে চাপ আরো বাড়তে পারে। দেশের ওয়াকিফহালা মহল দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নানা অসংগতি ধরা বলে আসছে। বিশেষ করে সনদনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বড় পিপাকে ফেলে দিয়েছে। একদিকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে একজন তরুণ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে, এই আশায় যে ভবিষ্যতে একটি ভালো চাকরি পাবেন। পরিবারও সর্বশ্ব দিয়ে সন্তানকে মানুষ করতে চায়। কিন্তু পড়ালোখা শেষ করে দেখা যায় চাকরি নেই।

ভেরিফিকেশনের নামে এক হাজার

মেধাবী তরুণের ‘বপু ধূলিসাৎ করা হয়েছে’ বলে অভিযোগ তুলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ইশরাফ হুসাইন। তার দাবি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষাসহ নিয়োগের সব ধাপে মেধার প্রমাণ দেওয়ার পরও দীর্ঘ আট মাস ভেরিফিকেশনের নামে অনিশ্চয়তা ও হযরানির পর অনেকেই নিয়োগপ্রাপ্ত পাননি। গুজরাত (২৫ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফিকেশনকে গোপনে দেওয়া এক পোস্টে এ অভিযোগ করেন তিনি। ‘পোস্টে নাহিদ ইসলাম বলেন, “শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যে আশ্রয়স্থল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগেও চূড়ান্ত প্রসঙ্গের নজির স্থাপন করেছে তারেক হুসাইনের সরকার।” অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, “গোয়েন্দা সংস্থার ভেরিফিকেশনের নামে নিয়োগপ্রাপ্ত অন্তত এক হাজার মেধাবী তরুণের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে।” বিরোধীদলীয় চিফ হুইপের মতে, ‘লিখিত ও অন্যান্য ধাপের পরীক্ষায় মেধার প্রমাণ দেওয়ার পরও তাদের নিয়ে দীর্ঘ আট মাস ধরে চলেছে ভেরিফিকেশনের নামে এক অনিশ্চয়তা ও হযরানির প্রক্রিয়া।” “এসব তরুণদের নিয়োগপ্রাপ্ত না দিয়ে গুজীহ হুশাবার মধ্যে ঢেঁলে দেওয়া হয়েছে’ বলেও মনে করেন তিনি। উদ্বেগ প্রকাশ করে এনসিপিরা আহ্বায়ক বলেন, ‘বাদ পড়ানোর অধিকাংশের বিরুদ্ধে থানায় কোনো ফৌজদারি মামলা বা সাধারণ ডায়েরির (জিডি) তথ্য নেই। তাদের বিরুদ্ধে অতীতে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে কিংবা সন্ত্রাসীগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততার তথ্যও পাওয়া যায়নি।” এরপরও কোনো ‘ষহ্ন, সুস্পষ্ট ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে তাদের নিয়োগ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, “মেধা, মেয়াদতা ও পরীক্ষার সব ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন করার পরও যদি কোনো নাগরিককে অস্বস্ত ভেরিফিকেশনের ভিত্তিতে চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে তা শুধু সংশ্লিষ্ট তরুণদের প্রতি অবিচার নয়, বরং রাষ্ট্রের নিয়োগ ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।” যাদের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট ও আইনসম্মত অভিযোগ নেই, এমন প্রত্যেক নিরপরাধ প্রার্থীর নিয়োগ অবিলম্বে নিশ্চিত করে দাবি জানান নাহিদ ইসলাম। একইসঙ্গে বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া ও ভেরিফিকেশনের মানদণ্ড জনসমক্ষে স্পষ্ট করতে হবে ইশ্রিয়ার দেন তিনি।

সরকারকে সহযোগিতা করতে

বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সরকারকে বারবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চলমান সংকট নিরসনে বিরোধী দল তাদের নিজ খরচে এজ্ঞাপাতি নিয়োগ করে সেই এজ্ঞাপাতির পরামর্শ ও মতামত সরকারের কাছে প্রস্তাব আকারে পৌছে দিয়েছে। তবে সরকার বিরোধী দলের সেই প্রস্তাব নিয়ে কোনো অক্ষেপ করেনি। তিনি বলেছেন, জামায়াতসহ বিরোধী দল সরকারকে সহযোগিতা করতে চায়, কিন্তু সরকার শুধু বিরোধিতার মধ্যেই বিরোধী দলের বিরোধিতা করছে। গুজরাতের ২৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় বিনাইদহে সাংগঠনিক সফরে সাবাদিকদের সঙ্গে ব্রিফিংকালে তিনি এসব কথা বলেন। সফরের বিরোধী দলের ছায়া মন্ত্রিসভা সরকারকে সহযোগিতা করছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, আমরা বিরোধী দলে বদলার পরে এ পর্যন্ত সরকারকে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সংকট মোকাবিলায় অন্তত ৩৮টি প্রস্তাবনা দিয়েছি। সরকারকে পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার জন্যই ওই প্রস্তাবনাগুলো দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার জামায়তসহ বিরোধীদলের কোনো প্রস্তাবনা এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করার যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা হাস্যকর। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, আমি বলব, বিনএপি হলো অকৃতজ্ঞ। ২০০১ সালের নির্বাচনের পরে অধিপত্যবাদী শক্তিকে ঠেকাতে সেই সময় সার্বিক সবকিছু বিবেচনা করে আমরা পাঁচটি বছর বিনএপির সঙ্গে ছিলাম। দেশের কল্যাণের স্বার্থে, অধিপত্যবাদী শক্তি মোকাবিলা করার স্বার্থে জামায়াত সেই সময় বিনএপিকে সমর্থন করে। এর আগে বিনএপি ৯১-এ সরকার গঠন করেছিল। সেখানেও আমরা বিনএপিকে সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছিলাম। কিন্তু সরকার গঠন করার পরই বিনএপি জামায়াতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় আমিরকে কারাগারে পাঠিয়েছিল। ঢাকা, রাজশাহী, খুলনায় আমাদের কর্মীদের শহিদ করেছিল। ক্যাসামগঞ্জে হাওদদের সন্ত্রাসীরা আমাদের শিবিরের ছেদেদর তহা করেছিল। আমরা বারবার বিনএপিকে সহযোগিতা করতে চেয়েছি। আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, এখনো তারা জামায়াতকে নিয়ে বিরোধিতার স্বার্থে বিরোধিতা করছে। বিনএপি হলো অকৃতজ্ঞ দল। বিনএপির এই বিরোধী অনেকটা সেই প্রবাদে মতো- ‘এই কাজ তো বই ভাসে।’ সরকারের সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, বিনএপি এখন বলেছে যে জামায়াত নাকি আগুয়ামী লীগকে মাঠে নামতে ইচ্ছা দিয়েছে। সরকার, গোয়েন্দা সংস্থা ও আইশৃঙ্খলা বাহিনী থাকা অবস্থায় রাজনীতি নিষিদ্ধ একটি দলের কর্মীরা ঢাকাসহ সারাদেশে ‘মিছিল কাড়াবে’ সরকার, আইশৃঙ্খলা বাহিনীকে না জানিয়ে তাদের ইচ্ছা না থাকলে এরকম একটি কর্মসূচি কোনো রাজনৈতিক দল পালন করবে, এটা কখনও হয়? এটা কী সম্ভব? আমরা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আগুয়ামী লীগ সরকারকে

কোনো যোগাযোগ বা আঁতাতের খবর আপনাদের কাছে থাকলে তা প্রকাশ করুন। বিরোধিতা করতে হবে তাই, বিরোধিতা করবেন না। এর আগে বিনাইদহ শহরের হামদহ এলাকায় বিনাইদহ জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে আয়োজিত শিকা শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন মিয়া গোলাম পরওয়ার। অনুষ্ঠানে বিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমির ও বিনাইদহ- ২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, জেলা সেক্রেটারি আব্দুল আওয়াল, কুষ্টিয়া- ৩ আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আমির হামজাসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সার্বভৌমত্ববিরোধী শক্তির এ দেশে

ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আড্ডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, যারা বাংলাদেশকে উপনিবেশ বা চাটকার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে রাজ্যপথের প্রতিটি মোড়ে ও প্রান্তরে কঠিন ব্যারিকেড গড়ে তোলা হবে। গুজরাত (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জুমার নামাঙ্কের পর জাতীয় সমজিল বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে “পরিচল্লিত সত্ত্বাসের মাধ্যমে দেশে অস্থিতিশীল করার চক্রান্তের প্রতিবাদে” আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলপূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক ভাষণের প্রসঙ্গ টেনে রিজভী বলেন, জাতিসংঘে দেওয়া বক্তব্যে সারা বিশ্বের মানুষের মনের কথাই তুলে ধরবেেন তিনি। এই দুরশশী বক্তব্যের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যুদ্ধ পরিহ্রিত নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপলব্ধির কথা উল্লেখ করে বিনএপিরা ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, সারা বিশ্বের মানুষ শান্তি চায়, যুদ্ধ চায় না। যুদ্ধ বাঁধলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খাদ্যপণ্য, জ্বালানি ও গ্যাসের দাম বেড়ে যায়। পাশাপাশি বিদ্যুৎহীনতা, কলকারখানা বন্ধ হয়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, যা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। রিজভী আরও বলেন, বিনএপি কোনো সাজানো, মিডাইন্ট কিংবা ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেনি। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবধ ও শুধু নির্বাচনের মাধ্যমে জল্পণের সরাসরি ভোটে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিনএপি ও জোট সরকার আওয় শেখ পরিচালনা করেছে। দেশের মানুষের কল্যাণ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

একাধিক মামলার সাজা একসঙ্গে

একই সঙ্গে চলার বা গমনার সুযোগ নেই বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। রায়ে আদালত বলেছেন, এখনক মামলার দণ্ড দেওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট রায়গুলোতে সাজা একই সঙ্গে চাবেন, আদালতের এমন স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলে একটি মামলার সাজা শেষ হওয়ার পরই পরবর্তী (ধারাবাহিকভাবে) মামলার সাজা কার্যকর হবে।
চেক ডিজঅনারের পৃথক ছয়টি মামলায় দণ্ডিতব্যে কারাগারে রাখার ঊ্ধেতা চ্যালেঞ্জের রিটে জারি করা রুল খারিজ করে বিচারপতি মো. হাবিবুল গনি ও বিচারপতি শেখ ভাহসিন আলীর হাইকোর্টে বৈধ ২০২৫ সালের ২৭ আগস্ট এই রায় দেন। ওই রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি সম্প্রতি সূত্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
মো. নাসির উদ্দিন বনাম রাষ্ট্র মামলার হাইকোর্ট এমন রায় দিয়েছেন। রায়ে আসামিকে দুই মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতে রিটের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মো. শাহ আহমদ।
বিরোধীদের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মো. সাদীর সাত্তার ও মুহাম্মদ আলী আকাস চৌধুরী। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন- ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মহম্মদুল ইসলাম (টুলস) ও মাহফুজ জিন্ন ইউসুফ।
আদালতের মূল রায়টি লিখেছেন বিচারপতি শেখ তাহসিন আলী। প্রকাশিত রায়ের বিবরণে জানা যায়, চট্টগ্রামের বাবায়ী মো. নাসির উদ্দিন চেক ডিজঅনার সংক্রান্ত নোশোনিবেল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টে (এনআই অ্যাক্ট), ১৮৮১- এর ১৩৮ ধারার দারৈরতন্ত্র ছয়টি পৃথক মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডপ্রাপ্ত হন। এদের মধ্যে সালের ২০২১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর প্রোজ্ঞার হন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন মামলায় তাকে প্রোজ্ঞার দেখানো হয়। এদিকে সাজা ভোগ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্তি না দিয়ে বেআইনিভাবে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে- এমন অভিযোগ এনে ২০২২ সালে হাইকোর্টে রিট করেন ব্যবসায়ী মো. নাসির উদ্দিন। ওই রিটের প্রাথমিক ডনামি নিয়ে হাইকোর্টে ২০২২ সালের ১১ এপ্রিল সাজার মেয়াদ ভোগ করা সত্ত্বেও নাসির উদ্দিনকে কারাগারে থেকে মুক্তি না দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবাদীদের জিজ্ঞাসা ও বার্ষত কেন আতি কঠুত্ব বহির্ভূত এবং বেআইনি যোখা করা হবে না, এই মর্মে রুল জারি করেন।
পাশাপাশি তাকে অবর্তকীকালীন জামিন দেন আদালত। এরপর রুল ডনালিতে রিটার্জার আইনজীবী মো. শাহ আলম দাবি করে বলেন, “মামলা চিরাচরীন অবস্থায় নাসির উদ্দিনের হাইকোর্টে ছিলেন এবং ওই সময়কে তার সাজা থেকে দাদ দেওয়া হয়নি। জেজ্ঞদারি কার্যবিধির ৩৫এ ধারা অধীনে কারাগারজ্ঞার মেয়াদ সমন্বয় করলে তার সাজা ইত্যমমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ফলে তাকে কারামুক্ত করা উচিত।” তবে বিবাদীদের আইনজীবী সাদীর সাত্তার দাবি করেন, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৬৭ ধারা অনুযায়ী একজন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি অন্য মামলায় আবার দণ্ডিত হন, তেন্ষেক্ষে আদালত যদি স্পষ্টভাবে রায়গুলোতে সাজা একসঙ্গে চােবে বলে নির্দেশ না দেন, তবে একটির সাজা শেষ হওয়ার পরই পরবর্তী সাজা কার্যকর হবে।
বিচারিক আদালত এখনো হাজার হাজার সংকটে লসার একমো নির্দেশ দেননি। তিনি বলেন, “ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫এ ধারা এবং সূত্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের সাক্ষীরা অনুযায়ী, বিচারক চলাকালীন যে মামলায় আসামি হেফাজতে ছিলেন, শুধু সেই নির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে বিচার্যারি কারাগারেই সমসয়ীমা মূল সাজা থেকে বাদ হবে। এর কারণে মামলার সাজা ভোগ বা কারাগারে আন মামলার সাজা কাটিতে ব্যবহার করা যাবে না।” এরপর পক্ষদ্বয়ের তর্জনি ও নথিপত্র বিশ্লেষণের পর রুল খারিজ করে ২০২৫ সালের ২৭ আগস্ট রায় দেন হাইকোর্ট।
রায়ে আদালত বলেন, “বর্তমানে রিট পিটিশনে আবেদনকারী এনআই অ্যাক্ট, ১৮৮১ সালের ১৩৮ ধারার আইনি বৈধতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি, কিংবা বিচারে বা অপরাধ আমলে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো এখিয়রগত ভুল-ত্রুটি প্রমাণ করতে পারেননি।
এই অনুযায়ী, ১৮৮১ সালের আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে চলমান ফৌজদারি কার্যধারায় (এই রিট পিটিশনের মাধ্যমে) মেয়দোনে হস্তক্ষেপ ও চ্যালেঞ্জ আইনত গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা খারিজযোগ্য।
যে রিটকারী মো. নাসির উদ্দিনকে এই রায় ও আদেশের তারিখ থেকে ছই মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হলো।
উক্ত সন্ময়ের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে নিম্ন আদালত তার বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা জারি করবে।” এছাড়া রিট আবেদনকারীর আইনজীবী ছয়টি মামলার বিচারক চলাকালীন আসামির কারাগারের হিসাব সংক্রান্ত একটি ‘কালেকুলেশন শিট’ প্রস্তুত করবেন। নিম্ন আদালতের নিম্ন পরীক্ষার পর উক্ত হিসাব বিবরণী জেলে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হবে, যাতে প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫এ ধারা অনুযায়ী বিচার চলাকালীন সাজার মেয়াদ থেকে আটক থাকার সময় সঠিকভাবে কর্তন করা যায়।
কার্য কর্তৃপক্ষ বিচার চলাকালীন আটকের মেয়াদ সঠিকভাবে হিসাব করে রিটকারীর সকল মামলার মোট সাজা থেকে তা বিয়োগ করবেন।

ডেঙ্গুতে বেশি আক্রান্ত

৪১৬ জন। ১৬-২০ বছর বয়সী পুরুষ ৬ হাজার ২৯৩ জন ও নারী ৩ হাজার ৭৮ জন; ৩১-৩৬ বছর বয়সী পুরুষ ৪ হাজার ১০২ জন ও নারী ২ হাজার ৭৩২ জন এবং ৩৬-৪০ বছর বয়সী পুরুষ ৩ হাজার ৬৩৫ জন ও নারী ২ হাজার ৪৫০ জন
আক্রান্ত হয়েছেন। ২৪ সেপ্টেম্বরের সংখ্যে ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ১ হাজার ৭৮২ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ১ হাজার ৬৮ জন এবং নারী ৭১৪ জন। এই সময়ে বিভাগপত্রের ভর্তি ভর্তির দেখা যায়- ঢাকা বিভাগে ৭১৬ জন, চট্টগ্রামে ৮৮৮ জন, খুলনায় ২৮৬ জন, বরিশালে ১৬৪ জন, রাজশাহীতে ১৩০ জন, ময়মনসিংহে ১০৮ জন, রংপুরে ৭৩ জন এবং সিলেটে ১৭ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছর ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে ৬৩ হাজার ৭৪৪ জন ইতাল্যেও সৃষ্ হয়ে ছাপ্পন পেয়েছেন। বর্তমানে দেশেই বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাবীন রয়েছেন ৫ হাজার ৬৬ জন।
আক্রান্তের মধ্যে পুরুষের আধিক্য বাল্যেরও প্রাধান্যের চিত্রে নারীরা এগিয়ে। চলতি বছর ডেঙ্গুতে মোট ২০৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষের মৃত্যু ৯৮ জন এবং নারীর ১১১ জন। বয়সভিত্তিক পরিসংখ্যানে এক্ষেত্রে বেশি ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে ২৬-৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে, যার মধ্যে নারী ১৪ জন ও পুরুষ ১১ জন। এছাড়া, ৩৬-৪০ বছর বয়সে ২১ জন (নারী ১১, পুরুষ ১০), ৩১-৩৫ বছর বয়সে ২০ জন (নারী ১০, পুরুষ ৭) এবং ৬৬-৫০ বছর বয়সে ১৯ জন (নারী ১৩, পুরুষ ৬) মারা গেছেন। তবে, ৪১-৪৫ বছর বয়সে চিত্রাট উল্টো; সংখ্যে ৭ জন নারীর বিপরীতে পুরুষ মারা গেছেন ১১ জন। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (২৪ সেপ্টেম্বর) ডেঙ্গুতে মারা গেছেন আটজন, যার মধ্যে নারী ছয়জন এবং পুরুষ দুজন। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় নারীর মৃত্যু পুরুষের তিন গুণ। আক্রান্ত এই আটজনের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা বিভাগে তিনজন করে এবং ঢাকা

উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ময়মনসিংহ বিভাগে একজন করে মারা গেছেন। ১ জানুয়ারি থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুই সিটি কর্পোরেশনসহ শুধু ঢাকা বিভাগেই ডেঙ্গুতে ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মারা যাওয়া ৮৯ জনের মধ্যে পুরুষ ৩৪ জন ও নারী ৫৫ জন। অর্থাৎ ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে নারীদের মৃত্যুর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে ২১ জন বেশি। অন্যদিকে, ঢাকার বাইরের এলাকাগুলোতে মারা যাওয়া ১১৯ জনের মধ্যে পুরুষ ৬৩ জন ও নারী ৫৬ জন। এছাড়া খুলনা বিভাগে ৩৭ জন, চট্টগ্রামে ২১ জন, ময়মনসিংহে ২০ জন, বরিশালে ১৬ জন, রাজশাহীতে ১০ জন, রংপুরে চারজন এবং সিলেটে একজনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর বড় অংশই ঘটেছে চলতি সেপ্টেম্বর মাসে। সেপ্টেম্বরের প্রথম ২৪ দিনেই ১১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা বছরের মোট ২০৯টি মৃত্যুর অর্ধেকেরও বেশি (প্রায় ৫৪ শতাংশ)। এর আগে আগস্টে ৪৩ জন, জুলাইয়ে ৩৬ জন, জুনে ১২ জন, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে দুজন করে এবং মে মাসে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। তবে, মার্চ ও এপ্রিলে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর কোনো তথ্য ছিল না। আক্রান্ত কম হওয়া সত্ত্বেও নারীদের মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হওয়ার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মিজা জিয়াউল ইসলাম বলেন, “ডেঙ্গুতে মারাত্মক জটিলতা তৈরি হওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো স্থলতা। রোগীর ওজন যত বেশি, ডেঙ্গুসহ তীব্রতা তত বৃদ্ধি পেতে পারে। বাংলাদেশের নারীদের একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর শরীরে স্থলতা ও ওজন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়, যা ডেঙ্গুর সঙ্গে যুক্তি বাড়ায়। এছাড়া, নারীরা প্রাথমিক লক্ষণগুলো অবহেলা করে যেখানে হাসপাতালে আসেন, যা পরবর্তীতে মৃত্যুর বড় কারণ হয়ে দাড়ায়।’

৯ হাজার মুখোশ ও বিক্ষোরকসহ

উদ্ধার সংক্রান্ত এক সর্বদান সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখ্য কর্মসূচির (ক্রাইম প্রিভেনশন-সাউথ) মো. তোফায়েল আহমেদ মিয়া। মো. তোফায়েল আহমেদ মিয়া বলেন, গত ১৯ সেপ্টেম্বর যাত্রাবাড়ী থানার সামনে কলকটল বিক্ষোরনের ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি তদন্তে ওয়ারী বিভাগের যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুরসহ সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ সমঝিভভাবে কাজ শুরু করে। তদন্তের একপর্যায়ে জাহিদ হাসান ইমনের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। এরই ধারাবাহিকতায় শ্যামপুর মডেল থানা পুলিশ গুজরার ভোরে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের বাগান্তর এলাকায় অভিযান চালিয়ে জাহিদ হাসান ইমনকে গ্রেফতার করে। অভিযানে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা-পুলিশ সহায়তা করে। ডিএরসিপর থানা কমিশনার আরও বলেন, ইমনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তার ভাড়া বাসা থেকে ককটেল তৈরিতে ব্যবহৃত কস্টিক সোডা ১ কেজি ৫০০ গ্রাম, সালফার ১ কেজি ৬০০ গ্রাম, মারবল ৫ কেজি, ১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের তারকাটা ২ কেজি, ককটেল মোড়ানোর কাজে ব্যবহৃত লাল কস্টেপ ২০টি ও কালো কস্টেপ ১১টি, অসহ উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত কাগজের তৈরি ৩ কার্টুনে মোট ৯ হাজার মুখোশ, মুখোশ পরার ইলাস্টিক ৩০ প্যাকেট, ককটেল তৈরির উপাদান বিটুর্ করার কাজে ব্যবহৃত একটি ব্রেন্ডার ও একটি জার উদ্ধার করা হয়। মো. তোফায়েল আহমেদ মিয়া বলেন, গ্রেফতার ইমনের কাছ থেকে উদ্ধার করা মুখোশগুলো মানুষের মুখের আবৃত্তির। ধারণা করা হচ্ছে, বিভিন্ন মিছিল অথবা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সময় পরিচয় গোপন রাখার জন্য এসব মুখোশ ব্যবহার করা হতো। জিজ্ঞাসাবাদে ইমন জানিয়েছেন, লালবাগের এক নেতার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণরায় এক ভ্যানচালকের সাহায্যে মুখোশগুলো তার কাছে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন নেতাকর্মীর মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে সেগুলো তার বাসায় সংরক্ষণ করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, ইমন জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, বিক্ষোরকগুলো দিয়ে ককটেল তৈরি এবং সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করার কথা ছিল। ওই বাসায় আরও একজন ব্যক্তি আসতেন। ওই ব্যক্তি বিক্ষোরকগুলো গুড়ু করে ককটেল তৈরি করতেন। এক নেতার নির্দেশে ইমন এই কাজে যুক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

এইচএসসির ফল প্রকাশ

শিক্ষা বোর্ডের কয়েকটি লিখিত পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরে স্থগিত পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ায় ওই বোর্ডের লিখিত পরীক্ষা শেষ হয় ৯ সেপ্টেম্বর। এবার দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৯ হাজার ৪৩৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাতটি এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নেয় ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন শিক্ষার্থী। তাদের জন্য সারা দেশে ২ হাজার ৬৯৭টি পরীক্ষাকেন্দ্রে ছিল। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নেয় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে। এ বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিল ৩ লাখ ৩৯৩ জন। তারা ৩০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেয়। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ৪০ হাজার ৮৩০ জন, যশোরে ১ লাখ ১৭ হাজার ২১০, দিনাজপুরে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৭৯, চট্টগ্রামে ৯৯ হাজার ৬৮৮ ও রুমজিয়া ৯৪ হাজার ৮০২ জন শিক্ষার্থী। এ ছাড়া ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে ৭৩ হাজার ৩৭ জন, সিলেটে ৭১ হাজার ৭১১ ও বরিশালে ৫৮ হাজার ৬৬৪ জন পরীক্ষার্থী ছিল। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৬৬১টি কেন্দ্রে ৯২ হাজার ৯০৫ জন ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৪৩১টি কেন্দ্রে ১ লাখ ৭ হাজার ৯৬৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়।

নগরজুড়ে বালু সরবরাহে সব

এক বছর মেয়াদে বালু অবতরণ কেন্দ্র পরিচালনার কার্যদেশে দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাপ্ত থেকে শিশুশালী পাইলটাইনদের মাধ্যমে নগরীর বিভিন্ন এলাকায় বালু সরবরাহ করে আসছিলেন ইজারাদারেরা। অভিযোগ রয়েছে, ওই পাইলটাইনদের সুযোগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নগরীর বিভিন্ন জলাশয়, ডোবা ও কৃষিভূমি অবৈধভাবে ভরাট করা হচ্ছে। এতে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছিল। এ ছাড়া বালুর পাইপ বসাতে নগরীর ব্যস্ত সড়ক কেটে ভূগর্ভস্থ বোরিং করার রাস্তা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। কোথাও কোথাও নড়করে ওপর ঝুঁকিপূর্ণভাবে পাইপ ফেলে রাখায় ছোট-বড় দুর্ঘটনাও ঘটছিল বলে অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। বিসিসির প্রেস সচিব সাকসাইন মোস্তাক জানান, পাইলটাইনের মাধ্যমে নগরীর নিচু জমি ও জলাশয় ভরাটের বিষয়ে বিসিসি প্রশাসকের কাছে একাধিক লিখিত অভিযোগ আসে। সাধারণ নগরবাসী ও স্থানীয় পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের দাবির পরিস্ফেটিকে এবং নগরীর পরিবেশ ও অকচ্যোমে রক্ষায় প্রশাসক নির্লক্ষ্য আভার জাহান শিথিগ সব বালুর পাইপ অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি জানান, পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব বিবেচনায় ১৮টি বালু অবতরণ কেন্দ্রেই চুক্তি আর নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং আরও কার্যদেশও বাতিল করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এলাকা থেকে দ্রুত সব ধরনের বালুর পাইপ অপসারণ করা না হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও জানিয়েছে নগর কর্তৃপক্ষ।

বরিশালে পুলিশের অভিযানে

নগরীর সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিতভাবে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি মানদিকবিরোধী অভিযানও অব্যাহত রয়েছে। বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম বলেন, নগরীতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশের নিয়মিত অভিযান চাচ্ছে। মানিক পরোয়ানাজুত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িতদের আইনের অওতা আনতে পুলিশ তৎপর রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

সাংবাদিকতায় নিষ্ঠার পাশাপাশি

সঙ্গে পেশাগত সততা, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমকে ধারণ করে মানুষের কল্যাণে কাজ করবে হবে। সাংবাদিকদের দেখানিতে দেশের উল্লেখ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা ও সম্ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতে হবে উন্নত্ব করে তিনি বলেন, মানবিক কল্যাণেথকে ধারণ করে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে একই সচেতন, মানবিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার গণমাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, বয়সভিত্তিক পরিসংখ্যানে এক্ষেত্রে বেশি ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে ২৬-৩০ বছর বয়সীদের মধ্যে, যার মধ্যে নারী ১৪ জন ও পুরুষ ১১ জন। এছাড়া, ৩৬-৪০ বছর বয়সে ২১ জন (নারী ১১, পুরুষ ১০), ৩১-৩৫ বছর বয়সে ২০ জন (নারী ১০, পুরুষ ৭) এবং ৬৬-৫০ বছর বয়সে ১৯ জন (নারী ১৩, পুরুষ ৬) মারা গেছেন। তবে, ৪১-৪৫ বছর বয়সে চিত্রাট উল্টো; সংখ্যে ৭ জন নারীর বিপরীতে পুরুষ মারা গেছেন ১১ জন। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (২৪ সেপ্টেম্বর) ডেঙ্গুতে মারা গেছেন আটজন, যার মধ্যে নারী ছয়জন এবং পুরুষ দুজন। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় নারীর মৃত্যু পুরুষের তিন গুণ। আক্রান্ত এই আটজনের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা বিভাগে তিনজন করে এবং তিনি

আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সজায় গৌরনদী প্রেসক্লাবের সভাপতি জহুল্ল ইসলাম জহির এর সভাপতিত্বে উপজেল্লা নির্বাহী অফিসার মো. ইব্রাহীম, বরিশাল উত্তর জেলা বিনএপি’র সদস্য সচিব মিজানুর রহমান মুকুল, গৌরনদী উপজেল্লা বিনএপি’র আহ্বায়ক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ সরোয়ার আলম বিপ্লব এবং গৌরনদী উপজেল্লার সাবেক চেয়ারম্যান আবুল হোসেন মিয়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন।

দেশের সব হাট-বাজারে

হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থানীয়, জেলা ও উপজেল্লা পর্যায়ের বিদ্যমান দাপ্তরিক মূল ভবন ও আওতাধীন ভবনগুলোতে ব্যাটারিসহ ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যবস্থায় ন্যূনতম দুই ঘণ্টার ব্যাটারি ব্যাকআপ রাখতে হবে বলেও চিঠিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর পর উভুত বিদ্যুৎ টেট মিটারিং পদ্ধতিতে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করতে হবে জানিয়ে এতে বলা হয়, ‘নেট মিটারিং নির্দেশিকা, ২০২৫’ অনুযায়ী জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটের বিপরীতে ১০ টাকা ০০ পয়সা পাওয়া যাবে। এতে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব আয় বাড়বে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, দেশের সব উপজেল্লার প্রতিটি ইউনিয়নের হাট ও বাজারে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ‘হাট ও বাজার (স্থানান ও ব্যবস্থাপনা) বিধিলাল, ২০২৫’ এর বিধি ১০-এর (ঙ) ও (চ) অনুযায়ী হাট ও বাজারে থেকে পাওয়া ইজারার আয়ের ১০ শতাংশ সংশ্লিষ্ট হাট ও বাজারের রক্ষাব্যবেক্ষণ বা উন্নয়নে এবং আরও ১০ শতাংশ উপজেল্লায় অন্তর্গত হাট ও বাজারের রক্ষাব্যবেক্ষণ বা উন্নয়নে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এই অর্থ ব্যবহার করে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন ও বাণিজ্যিকভাবে সম্প্রসারণ করতে বলা হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ প্যানেলে স্থাপনকারী এম্পলয়ার সঙ্গে পরবর্তী ২০ বছর মেয়ামত ও রক্ষাব্যবেক্ষণের জন্য নন-জুড়িফালাল স্ট্যাম্পে চুক্তি করতে হবে। একই সঙ্গে সৌরবিদ্যুত ব্যবস্থা আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে অবশিষ্টকভাবে স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নগরীতে সিজারের পরপরই নারীর মৃত্যু

করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার করা চিকিৎসক তত্ত্বা আকারের অসাবধানতার কারণেও মাইশার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। নয়নের দাবি, মৃত্যুর পর বিষয়টি আড়াল করতে মাইশাকে দ্রুত শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেরাবাদ) হাসপাতালে আইসিইউতে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মাইশার মৃত্যু হয়েছে। তবে রাতের-আম্রায়ের হাসপাতালের ব্যবস্থাপক সাহিল আহমেদ সাকিব বলেন, শ্বাসনালিতে খাবার আটকে রোগীর মৃত্যু হয়েছে। সাকিবের ভাষা, মাইশাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসকেরা স্বাভাবিক প্রবণের চেষ্টা করেন। পরে স্বজনরা সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের অমুদ্যোগ করেন। এরপর ভা, তত্ত্বা আকার অস্ত্রোপচার শুরু করেন। অস্ত্রোপচার শেষে মা ও সন্তান দুজনই ভালো ছিলেন। তিনি বলেন, ‘পোস্ট অপারেটিভ ইউনিটে নেওয়ার পর হঠাৎ মাইশার রক্তচাপ কমতে থাকে। একপর্যায়ে তিনি তিনবার বমি করেন। তখন সাকিব ডাক্তার মুন্সের তরেক থেকে বমি পরিকরার করা হয়। কিন্তু অস্ত্রোপচার উদ্দি না হওয়ায় তাঁকে শেরাবিচম হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়।’ সাক

